তাঁর সুগন্ধ

দাদাজীর ১০৮-টি বাণী

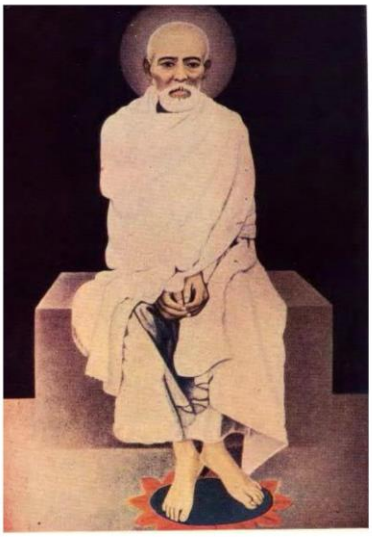

শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ

ভূমিকা

সত্যের অপলাপের এই সময়ে ত্রিজগতে বাস করা অতি কঠিন হয়ে পড়েছে। শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক ভাব গুলিকে শান্তির রূপে একত্র করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন এই জীবন জাগতিক জগত থেকে আরো অধিক পেতে চায় আবার তথাকথিত গুরু, বাবাগন, যোগী গণ এবং পুরোহিত গণ অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত করছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসা এবং সুগন্ধের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে একজন ব্যাক্তি সরলতা এবং সত্য নিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম অমিয় রায় চৌধুরী - ভালোবেসে যাকে দাদাজী বলা হয়। তিনি বড় ভাই ছাড়াও মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, প্রেমিক এবং বন্ধু। দাদাজি নিজেকে অসহায় দাবি করেন এবং বলেন উনি কেউ নন, কিন্তু উনি সর্ব্বদা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন। সত্য তাঁর ঠোঁট হতে প্রবাহিত হয় এবং কৃষ্ণের সুগন্ধ তাঁর শ্রীদেহ হতে নির্গত হয়। তিনি বলেন "ঈশ্বরের দ্বারা সবই সম্ভব।" ঈশ্বর হলো শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ।

সত্য তাদের দ্বারা প্রেরিত হয় যারা সত্যকে অনুভব করেছে। সত্য প্রেরিত হয় কিন্তু পাওয়া যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত তা অন্তস্থ্য হতে অনুভব করা যায়। দাদাজি অতি অল্প লোকদের তাঁর কাছে টানেন, যারা প্রস্তুত উর্দ্ধে উঠার জন্য। তিনি কোন অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ছাপা, টাকা, উপঢৌকন ইত্যাদি গ্রহণ করেন না। উনি তাঁর নামে কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, আশ্রম বানানোর অনুমতি দেন না।

তিনি আপনার সহিত কথা বলেন আপনার গভীরতম স্বরূপ হতে। তিনি তাদের দেখতে চান না যারা কৌতুক, তামাসা এবং মনোরঞ্জন দেখার জন্য আগ্রহী। অতি সহজে তিনি সত্য সম্পর্কে বলেন-

"মস্তক এবং হৃদয় এক হতে হবে; বল দ্বারা মন এবং শরীর কে চাপ দেবেন না। আপনি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত মুক্ত এবং প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে। তাঁর প্রতি একাগ্র হন, আপনার নিত্য কর্ম করুন এবং আনন্দ করুন। এটাই হলো স্বতঃ স্ফূর্ত ধ্যান ।"

দাদাজির সহিত প্রেমে পরা কোন পার্থিব ব্যাপার না, এইটা এক তীব্র অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরের প্রীতি অনুভব করা দাদাজির জন্য এক অনায়াস অভিজ্ঞতা। যখন আপনি প্রেম করেন, আপনাকে আপনার প্রেমীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না, সে সর্ব্বদাই সেখানে বিরাজমান।

দাদাজি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ইংরেজিতে 'Him' এবং 'He' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বর পুরুষও নন আবার স্ত্রীও নন কিন্তু উনি সবকিছু। তিনি বলেন আপনি ঈশ্বরের ভক্ত হন, দাদাজীর নয় এবং সেখানে যান যেখানে দাদাজী শক্তি, প্রেম এবং জ্ঞান নিয়ে উপস্থিত।

এখন যখন আমি লিখছি, আমি অনুভব করছি আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল তাঁর উপস্থিতিতে বসে থাকতাম যেমন তপ্ত সূর্য্য রশ্মিতে রৌদ্র পোহান।

অনেক বিদ্বানেরা শাস্ত্র উধৃত করে কিন্তু তারা জানে না শাস্ত্রের মূল রহস্য এবং সেগুলোর প্রকৃত অর্থ। দাদাজীর উপদেশ কোনদিনও 'অংশ' বিশেষে হয় না এবং সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই উনি যান সেখানেই এক ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তাঁকে কেন্দ্র করে। মহান মহাজনেরা বিশ্বে এসেছিলেন সত্যকে পুনরায় স্থাপিত করতে। যারা প্রস্তুত ছিল তাদের ডাকা হয়েছিল এবং তারা মহাজনদের বাণী বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ অনুগামীরা কেবল বৃহত সংস্থা সৃষ্টি করেছে যা কেবল বিস্তার করেছে মতবাদ, ধর্মমত এবং সম্প্রদায় । সেই অনুগামীরা কেবল অনুষ্ঠানের এবং অলৌকিকত্বের ব্যবসায়ীকরণ করেছে। এই গুলির মধ্যে মহাজনেরা যে সত্য নিয়ে ধরায় এসেছিলেন, সেই মূল বস্তু গুলি অবহেলিত এবং বিকৃত হয়ে গেল। দাদাজির মতে সব পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত গীর্জা এবং মন্দির বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আর এইসব থেকে ঈশ্বর অনুভূতি কখনো আসবে না। দাদাজির ধর্ম এই বিশ্বেরই ধর্ম, একটি প্রানের ধর্ম। যার মূল বিষয়টা অনুষ্ঠানাদি এবং ধর্মীয়-আচার নয় কিন্তু আত্মিক প্রেম এবং সৃষ্টিকর্ত্তা কে স্মরণ করা।

আমার জীবন সুন্দর, অর্থপূর্ণ এবং সরল ছিল দাদাজীর সাথে দেখা করার আগে। কিন্তু তাঁর সহিত সাক্ষাত এর পর আমার জীবন আরো সুন্দর হয়ে গেছে। আমিত্ব বাদ দিয়ে কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করুন এবং যা আমরা দেখি এবং যাদের সহিত পরিচিত হই, সর্বভূতে তাঁকে অনুভব করুন। আর যে ঈশ্বরকে আমরা অনুসন্ধান করি, তিনি যেন জীবন থেকে দূরে না হন কিন্তু জীবনেতেই যেন প্রতিষ্ঠিত হন।

ঈশ্বরের প্রেমে
হার্ভে ফ্রিমেন (হার্ভে ফ্রায়ার)
লা সেন্টার, ওয়াশিংটন (U.S.A)
জানুয়ারী, ১৯৭৭

তাঁর সুগন্ধ

দাদাজীর ১০৮-টি বাণী

১. ঈশ্বর অতি সহজতম, অতি নিকটতম, অতি প্রিয়।
২. চিন্তা করিবেন না, চিন্তা আপনাকে কর্ত্তা বানায়।
৩. ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুর আকাঙ্খা করবেন না।
৪. আপনি কোন কিছুর আকাঙ্খা করে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবেন না।
৫. এইটা ভুলবেন না, আমরা কোন দিন-ও পৃথক হতে পারি না।
৬. আমি আপনার মধ্যে আছি, আপনিও আমার মধ্যে আছেন। এইটা ভুলবেন না যে একত্রে আমরা এক ঈশ্বরে আছি। আমরা কোনদিনও পৃথক হতে পারি না।
৭. কোন মানুষ গুরু হতে পারে না। সব মানুষের মধ্যেই গুরু আছেন।
৮. কিছু চাইবেন না তাহলে সবই পাবেন। তাঁকে পেলে সবই পাওয়া হলো। সব কিছু পেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না, তাহলে সবই শূন্য।
৯. যদি কেউ বলে সে আপনাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে তবে সেটা অবশ্যই মিথ্যা।
১০. আপনার ব্যাবসা কে আপনি ঈশ্বর বানাতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর কে নিয়ে কোনো ব্যাবসা করবেন না।
১১. ধ্যান, তপস্যা, একাকিত্ত ইত্যাদি সবই আত্মকেন্দ্রিক ব্যাবহার।
১২. তাঁকে স্মরণ করুন, নিত্য কর্ম করুন আর আনন্দ করুন।
১৩. তাঁকে স্মরণ করা ছাড়া সবই বৃথা এবং অপ্রয়োজনীয় । তাঁকে জানাই আসল কথা।
১৪. এমন কি যোগ, ধ্যান, ভজন ইত্যাদি-ও ঈশ্বরের পথ হতে আপনাকে দূর নিয়ে যেতে পারে। এইসব বিষয়ে কাউকে বিশ্বাস করবেন না।
১৫. যদি আপনি শুধু এক ঈশ্বরের রূপে আবদ্ধ থাকেন তবে আপনি মায়ার জালে আরও আবদ্ধ হবেন।
১৬. ঈশ্বর পূরণ করেন না, কিন্তু তিনি বৈষয়িক এবং ইন্দ্রিয় গঠিত আসক্তি কেড়ে নেন।
১৭. তথাকথিত গুরু, যোগী এবং বাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না কিন্তু অন্তরে দৃষ্টি প্রদান করুন।
১৮. এই সময়ের দেহটি ক্ষণস্থায়ী- আমরা সবাই অভিনেতা এবং আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পাওনা পেয়ে থাকি।
১৯. ঈশ্বর বলেন - "আমাকে জানতে চেষ্টা করবে না - কেবল স্মরণে রাখ। "
২০. ঈশ্বরের নাম-ই প্রকৃত যোগ। তাঁকে জানা- ই আসল কথা।
২১. নাম ভিন্ন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সব রাস্তা মন গড়া।
২২. বুদ্ধির দ্বারা ইশ্বর লাভ করা যায় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি আত্মাকে জানতে দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে জানা যায় না।
২৩. বুদ্ধি জনিত সত্যের পথের বাধা গুলি দূর করুন। প্রশ্ন সদাই ভ্রান্তিকর, উত্তর-ও সদাই ভ্রান্তিকর।
২৪. বাইরের প্রতিক যা অন্তরের সত্যকে দর্শে, সেই প্রতিক কেও দূর করুন।
২৫. তাঁর নাম-ই আপনার প্রকৃত স্বরূপ - আপনি-ই তাঁর মন্দির।
২৬. বর্জন এবং গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সর্বদা নামের সহিত থাকুন এবং নাম-ই আপনার সকল ভার বহন করবেন।
২৭. নেতিবাচক দর্শন সদাই ভ্রান্ত, ইতিবাচক দর্শন ও সদাই ভ্রান্ত। জীবন নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দ্বারা গঠিত- সৃজনাত্মক ফল এভাবেই আসে।
২৮. সত্য প্রেম দ্বারা প্রকাশিত হয়।
২৯. সত্য আপনার ইহকাল এবং পরকালের একমাত্র বন্ধু।
৩০. ইশ্বর কে স্মরণ করতে এবং তাঁর প্রেম অনুভব করতে মানসিক এবং দৈহিক ব্যায়াম নিষ্প্রয়োজন।
৩১. আপনি যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট সে কাজ গুলি করে যান মনোযোগ দিয়ে এবং বিশ্বাসের সহিত তাঁর ইচ্ছা মেনে নিন।
৩২. জাগতিক কর্মের মাঝে মহানাম (অন্তস্থ্য নাম - গোপাল গোবিন্দ) স্মরণ করুন। বাকি সব কিছু, যিনি কর্ত্তা, তাঁর উপর ছেড়ে দিন।
৩৩. ঈশ্বর আপনার হৃদয়ের হৃদস্পন্দন যিনি ২৪ ঘন্টা আপনার সহিত প্রেম করেন, প্রতিদিন।
৩৪. যখন হৃদস্পন্দন (ঈশ্বর) দেহ ত্যাগ করেন, তখন এই দেহ আর কোন কাজের থাকে না।

৩৫. যদি ঈশ্বরের প্রতি আপনার অনুরাগ থাকে তবে আপনি যা ইচ্ছা করবেন তাই পাবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি (ঈশ্বর) চান। এটাই কৃপা। যদি ঈশ্বরের প্রতি আপনার অনুরাগ না থাকে, আপনি ভালো মন্দ যা ইচ্ছা করবেন তাই পাবেন।
৩৬. ঈশ্বরের নাম সর্বক্ষণ আপনার মধ্যে কীর্ত্তন হচ্ছে কিন্তু আপনি তা শুনতে পান না।
৩৭. ঈশ্বরের জন্য সর্বদা সাবধান থাকুন।
৩৮. তাঁকে প্রতারিত করতে আপনি পারেন না। অনেক সময় উনি বুঝিয়ে দেন যে আপনি ঈশ্বর কে প্রতারিত করছেন, এইভাবেই আপনি নিজেই নিজেকে প্রতারিত করছেন।
৩৯. নিরানন্দ অহং হতে সৃষ্টি- ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না।
৪০. পূজায় পুজারী এবং পূজিত এক। যখন আপনার অনুভূতি হয় তখন তিনি নিজে এসেই আপনাকে তাঁর স্বরূপ হিসেবে পূজা করে জান।
৪১. মহানাম জপ করা ঈশ্বর প্রেমের সব থেকে সহজ পথ।
৪২. ঈশ্বর কে হৃদয় হতে মনে স্থাপন করুন। নিজের মন কে ঈশ্বরময় করে তুলুন।
৪৩. কর্ম-ই ঈশ্বর, ঈশ্বরের কর্ম ঈশ্বর করছেন আর আপনি নীরব দর্শক।
৪৪. তিনি উর্দ্ধে উঠার ঠিক সময় নির্ধারণ করেন।
৪৫. ঈশ্বরের পথে চলা ভিন্ন অন্য পথে সফলতার প্রয়োজন কি? এমন কি পথ ছাড়া, অন্য কিছু ছাড়া, কেবল তাঁকেই স্মরণ করুন।
৪৬. ঈশ্বর অজাতশত্রু।
৪৭. ঈশ্বর কে জানতে হলে আপনার বহিরঙ্গের সমস্ত বেশ ভূষা ত্যাগ করুন।
৪৮. আমি কি ঈশ্বরে না ঈশ্বর আমাতে? আমি তাঁর দ্বারা এতই পরিপূর্ণ যে কোন ভেদাভেদ বুঝতে পারি না।
৪৯. তাঁকে হৃদয় এবং মন দিয়ে বিশ্বাস করুন এবং নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবেন না।
৫০. যুক্তিবাদ একপ্রকার মানসিক কার্যক্রম যা আপনাকে মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পথে ঠেলে দেয় এবং আপনার অনুতাপ ও হয় না।
৫১. আজকাল ঈশ্বরের পথ কে ব্যেবসায়ী করণ করা হয়েছে যা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং তামাসায় পরিনত হয়।
৫২. মন্ত্র কর্নে দেওয়া যায় না। কোন মানুষ দীক্ষা দিতে পারে না। এই গুলি সব অতিচারিতা এবং শোষনের পথ।
৫৩. আপনি একটি মাধ্যম নন .আপনি তাঁহার নামে এসেছেন, তাঁর নামের সঙ্গে আছেন এবং তাঁর প্রেমে আছেন।
৫৪. আমি তাঁহার সঙ্গে এসেছি। তিনিও আমার সঙ্গে এসেছেন। আমি এমন কি একজন পথপ্রদর্শক-ও নই।
৫৫. মন্দির এবং আশ্রমের কি প্রয়োজন? সমস্ত বিশ্বই তাঁর আশ্রম .
৫৬. ঈশ্বর শাস্তি দেন না, তিনি শিক্ষা দেন।
৫৭. ঈশ্বরে 'অংশ' বিশেষ কিছুই নেই।
৫৮. আপনি বুঝলেন কি না বুঝলেন এর কোন তারতম্য নেই। অধিকাংশ মানুষ-ই বুঝতে অক্ষম। তাই ঈশ্বরের নামে অন্ধ বিশ্বাস রাখুন।
৫৯. তাঁকে অনুভব করাই একমাত্র ভালবাসা।
৬০. আপনি যখন বলেন আমি-ই গুরু, আমি-ই কর্ত্তা - তখন আপনি একজন অহংকারী।
৬১. দেহ এবং মন আত্মার পরিপূর্ণতা আনে না। এইটা অন্য পথে চলে যায়।
৬২. খাওয়া, পানকরা, জৈবিক প্রবৃত্তি এগুলো দেহের কাজ। মন এবং দেহের সংযুক্তি করণ প্রয়োজন।
৬৩. কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবেন না - আপনা থেকেই সব হোক।
৬৪. আমরা এই জগতে জন্ম নিয়েছি ঈশ্বর কে আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করতে। এর জন্য আমরা সরাসরি ঈশ্বরের-ই আশ্রিত হব, অন্য কোন জাগতিক গুরুর আশ্রিত হব না।
৬৫. যখন ইশ্বর ব্যেবসায়িরা ঈশ্বর কে বুঝতে পারবে, তখন তারা আপনা থেকেই ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যাবসা ছেড়ে দেবে।
৬৬. ঈশ্বরের আগে- পিছে চলবেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে চলুন।
৬৭. আমি আপনাদের কে ভালবাসি কারণ আপনারা ঈশ্বর প্রেমী।
৬৮. একমাত্র অনুভবকারী রাই অনুভূতদের বুঝতে পারেন।
৬৯. ঈশ্বরের আদেশ এবং ইচ্ছার মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে।
৭০. ঈশ্বরের কোন ধর্ম নেই। তাঁর কাছে কে ক্রিস্টান, কে যিহুদী, কে বৌদ্ধ, কে মুসলমান, কে শিখ, কে হিন্দু - তাঁর কোন ভেদাভেদ নেই। এমনকি তিনি নিরীশ্বরবাদীদের ও ভালবাসেন।
৭১. আমি তাঁকেই আমার প্রেমী হিসাবে চাই। ঈশ্বর-ই একমাত্র প্রেমী। কেন আমরা ক্ষুদ্র জিনিসে স্থিত হব?
৭২. মানুষের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর এবং সেটা অহংকারে থাকে। তাঁকে স্মরণে রাখুন। তাঁর প্রেম বিশুদ্ধ এবং

চিরস্থায়ী।
৭৩. শাস্ত্রে যখন লেখা থাকে যে "আমি আবার আসব", এর মানে হলো ঈশ্বরের সুগন্ধ পুনরায় আমাদের হৃদয়ে আসবে।
৭৪. আপনি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারেন না। ঈশ্বর আপনাতেই অনুভূত হবেন যখন আপনার আর চাইবার কিছু থাকবে না।
৭৫. মহানাম ধীরে ধীরে আপনার হৃদয়কে প্রেমে বিশুদ্ধ করে যদি আপনার হৃদয়ের উত্সমুখ খোলা থাকে।
৭৬. সন্ন্যাসী বা সাধু হওয়া ঈশ্বরের কোন বিষয় নয়, কিন্তু সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ হওয়া।
৭৭. আপনি আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল থাকে।
৭৮. আমরা সেই জায়গায় যাব যে জায়গায় বেদ, গীতা, বাইবেল নেই। তিনি সর্ব্বোপরি একমাত্র পথ যা সর্বপ্রকারে গ্রহণ যোগ্য।
৭৯. কিছুক্ষনের জন্য ভুলে যান আপনি কোথায় আছেন, আপনি কে এবং আপনি অনুভব করতে পারবেন আপনি কে।
৮০. অনেকেই অসুখী এবং নিজের জীবনের জন্য শোক প্রকাশ করছে।
৮১. বার্দ্ধক্যে মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে হস্তক্ষেপ করবেন না, ওরা এতেই আরাম লাভ করবে।
৮২. মনুষ্য জীবন লাভ করা খুবই আনন্দের বিষয়। ঈশ্বর কে জানা-ই অতিব আনন্দের বিষয়।
৮৩. ভালকে ভালো বলা এবং মন্দকে মন্দ বলার চেয়ে ঈশ্বরকে লাভ করাই একমাত্র পথ।
৮৪. আপনি ঐশ্বরিক উত্তেজনা অনুভব করেন যখন আপনি আপনার স্বরূপের সহিত এক হন।
৮৫. আমরা বিছানার চাদরের ন্যায়। কোনটি লাল, কোনটি নিল, কোনটি কালো, কিন্তু সবগুলোই একই তুলা হতে উত্পন্ন। কেউ সুন্দর, কেউ কুত্সিত, কেউ পবিত্র, আবার কেউ মন্দ কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে দিব্য আবেশ আছে।
৮৬. ঈশ্বর কে যে একবার সম্যক জানতে পেরেছে সে কোনদিন ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না।
৮৭. তাঁকে স্মরণে রাখুন। আপনার যা কর্ম তাই করুন, অন্য কিছুরই প্রয়োজন নেই।
৮৮. আপনি তাঁর অদৃশ্য পদচিহ্ন অনুসরণ করুন, তাঁর অদৃশ্য সুগন্ধ অনুভব করুন, তাঁর অদৃশ্য সঙ্গীত যা আপনার হৃদয়ে আছে এবং সর্বত্র বিরাজমান, তাঁকে অনুভব করুন।
৮৯. যদি আপনি ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হয়ে যান, আপনি নিজেই মন্দির এবং সমগ্র বিশ্ব একটি আশ্রম। কেন আপনি ঈশ্বরের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যাস্ত হন? বিশ্বের সমস্ত অর্থই ঈশ্বরের। তাই তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।
৯০. কেন মন্দির, গির্জা এবং আশ্রম তৈরী হয়? কোন শাস্ত্রেই তা মান্য নয়। ওগুলো হলো মানুষের ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তি মাত্র এবং এগুলো মানুষকে শোষণ করে।
৯১. প্রত্যেক প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী সত্যের ফল পেয়ে থাকেন।
৯২. ঈশ্বর কে জানার জন্য আমাদের নিজেকে ভুলতে হবে।
৯৩. ঈশ্বর স্মরণে আপনার আশেপাশের সকলের জীবন মধুময়, আনন্দময় এবং প্রজ্ঞাময় হয়ে উঠবে।
৯৪. আমরা ঈশ্বরের সহিত প্রতিযোগিতায় নামতে পারি না। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন রাখতে পারি না।
৯৫. ইহা প্রশ্নাতীত, কি ভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় বা জল কিভাবে তৃষ্ণা মেটায় এবং কেন জল জমে বরফ হয়।
৯৬. অকস্মাৎ কোন কিছু ঘটা অথবা যাকে ভাগ্য বলি সেটাই ঈশ্বর।
৯৭. প্রকৃত জ্ঞান আপনাকে জানায় যে আপনি কেবল মাত্র একজন অভিনেতা। মুর্খতা হলো যখন আপনি ভাবেন আপনি সেটা নয়।
৯৮. যখন একজন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, আদম এবং ঈভ (রাধা এবং কৃষ্ণ) আপনার অন্তরে জাগ্রত হয় এবং শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে তখন কিন্তু তাঁরা আপনা থেকে বিলীন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ইডন কাননে অর্থাত বৃন্দাবনে রুপান্তরিত হয়।
৯৯. জীবন থেকে দূরে গিয়ে ঈশ্বর অনুসন্ধান করবেন না। জীবনের মধ্যে তাঁকে খোঁজে পাওয়া যায়।
১০০. এই পৃথিবীতে তপস্যা-ই (কর্ম) হলো অস্তিত্বের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান কিন্তু ঈশ্বরের জন্য নয়।
১০১. যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা অহংকে ত্যাগ করছি এবং মনের উর্দ্ধে উঠতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হতে পারেন না।
১০২. তিনি-ই আপনার মধ্যে বিরাজমান আর আপনার সত্বাই তাহাঁকে উপলবদ্ধি করার পথ।
১০৩. মানুষ জাদু দেখাতে পারে কিন্তু ঈশ্বরই কেবল অলৌকিক কার্যাবলী দেখাতে পারে।
১০৪. সর্ব্বদা প্রসন্নময় থাকুন। আপনার পাওয়ার কিছুই নেই। আপনার অন্তরেই সবকিছু বিদ্যমান।
১০৫. ঈশ্বরের মহানাম আপনার হৃদয়ে সন্ধান করুন এবং সর্বদা ইহা অবিরাম জপ করুন।
১০৬. মহানাম-ই ঈশ্বর। সত্য এক। মানবতা এক। ভাষা এক। সত্য, সত্বা এবং ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।
১০৭. মানুষ অবশ্যই ঈশ্বর এবং আমাদের জন্মই হলো তাঁর আশীর্ব্বাদ স্বরুপ, তাই প্রতি মুহুর্তে আমাদের সত্বায় প্রেমময়

ভালবাসা অনুভব করা উচিত।
১০৮. দাদাজী কেউ না। তিনি কোন মাধ্যম বা যন্ত্র বিশেষ নন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সব অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারে।

আপনার চিরদিনের,
প্রনাম